১৩। সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

(ক) সংগীত ও নৃত্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, পাঠ্যক্রম, অধ্যক্ষসহ শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং পরিচালনা পদ্ধতি গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হবে।

(খ) নাট্যগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন ও মঞ্চায়িত নাটকের সফলতা, কর্মশালার আয়োজন ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হবে।

(গ) নাটক ও চারুকলা বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, পাঠ্যক্রম, অধ্যক্ষসহ শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থী সংখ্যা, পরিচালনা পদ্ধতি গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হবে।

(ঘ) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গবেষণা বা প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে।

(ঙ) সাধারণ ক্ষেত্রে অনুদান প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর সারা বছরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদান করা হবে।

(চ) এ অনুদান প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(ছ) এক বছরে অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কোনক্রমেই ধারাবাহিকতা হিসেবে পরের বছরে অনুদান পাবার অধিকারী বলে গণ্য হবে না।

(জ) এ অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতি বছর নতুনভাবে আবেদন করতে হবে।

(ঝ) প্রতি বছরের পৃথক চাহিদা, প্রয়োজন ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে এই অনুদান প্রদান করা হবে।

(ঞ) অনুদান প্রতি বছর জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের জন্য দেয়া হবে।

(ট) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং উহার মনোনীত যে কোন সংস্থা, জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর কার্যক্রম যে কোন সময় পরিদর্শন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(ঠ) অনুদানপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীকে তাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(ড) অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীকে প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ অডিট করতে হবে এবং Bank statement দিতে হবে।

(ঢ) এ খাতে প্রাপ্ত বার্ষিক বরাদ্দের শতকরা বিশ ভাগ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবের বিশেষ বিবেচনায় সরাসরি মঞ্জুরী প্রদানের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। জনস্বার্থে ঐ সংরক্ষিত অর্থ থেকে বরাদ্দ দেয়া যাবে।

(ণ) এ নীতিমালায় বিধৃত হয়নি এমন কোন বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

মোঃ শরফুল আলম
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।